দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 15 JUN 2007 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

জিপিএ পদ্ধতিতে ফল প্রকাশের পর থেকেই শিক্ষার গুণগতমান বাড়ছে

মোশতাক আহমেদ

মাধ্যমিকে পাসের হার গতবারের চেয়ে দুই শতাংশ কমে গেলেও জিপিএ-৫ অর্থাৎ সব বিষয়ে আশি নম্বরের উপরে পেয়ে সাড়ে পঁচিশ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী মেধার স্বাক্ষর রেখেছে। যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করল। শিক্ষাবিদরা বলছেন, জিপিএ পদ্ধতিতে ফল প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই শিক্ষার গুণগত মান বাড়ছে। তাছাড়া উন্নত বিশ্বের সিংহভাগ দেশেই জিপিএ পদ্ধতিতে ফল প্রকাশ হচ্ছে। জিপিএ পদ্ধতিতে ফল প্রকাশ হওয়ায় বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা বিদেশে পড়াশোনা করতে গেলে একইভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে প্রায় সবাই এই জিপিএ পদ্ধতিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড এবং শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রফেসর ইউসুফ জনকণ্ঠকে বলেন, জিপিএ পদ্ধতি চালু হওয়ার পর থেকে অবশ্যই শিক্ষার গুণগত মান বেড়েছে। তাঁর ভাষায়, প্রায় সারাবিশ্বেই এখন জিপিএ পদ্ধতিতে ফল প্রকাশ হচ্ছে। সনাতন পদ্ধতি বলতে গেলে উঠেই গেছে। ভাল ফল হওয়ার ক্ষেত্রে জিপিএ পদ্ধতি ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

শিক্ষকদের সঙ্গে কথা হলে তাঁরা বলেন, আগে শিক্ষকরা নম্বর দেয়ার ক্ষেত্রে কৃপণতা করতেন। কিন্তু গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হওয়ার পর মার্কিং দেয়া বাড়ছে। তাছাড়া ছাত্ররাও বুঝতে পারছে এখন কেবল বেছে বেছে বিষয়ভেদে ভাল করলে হবে না। সব ক'টি বিষয়েই ভাল করতে হবে। ছাত্র ও অভিভাবকরা এও বুঝতে শুরু করেছে প্রতিযোগিতার এ যুগে ভবিষ্যত ক্যারিয়ারের জন্য এসএসসি পরীক্ষায় অবশ্যই ভাল করতে হবে। যে কারণে তারা পড়াশোনা করছে।

২০০১ সালে জিপিএ পদ্ধতি চালু হওয়ার পর থেকেই দেখা যাচ্ছে সব বছরই ধারাবাহিকভাবে ফল ভাল করছে। কেবল গতবারই পাসের হার এক ধাক্কায় আগের বছরের চেয়ে সাত শতাংশে বেড়ে গিয়েছিল। গতবার জোট সরকারের শেষ বছর নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোট পলিটিক্সের কথা মাথায় রেখে ফল ভাল করানোরও অভিযোগ আছে। গতবার বাদে এবারের ফল বিচার করলে দেখা যাবে গ্রেডিং পদ্ধতির ধারাবাহিক সাফল্য এবারও বজায় রয়েছে।

তবে একবিংশ শতাব্দীতেও চল্লিশভাগেরও বেশি শিক্ষার্থী যেখানে ফেল করছে, সেখানে রেজাল্ট নিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করার এখনই সময় আসেনি। তাদের ভাষায়, দশ বছর পড়ার পর কেন একজন শিক্ষার্থী ফেল করবে। দশ বছর ধরে রাষ্ট্র তাদের পেছনে খরচ করছে। অবশ্যই অন্তর্নিহিত কোন ত্রুটি আছে। তাঁরা প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করার দাবি জানিয়েছেন। স্বয়ং শিক্ষা সচিবও এবারের ফেল করা শিক্ষার্থীদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, এটা জাতীয় অপচয়।

মঙ্গলবার প্রকাশিত মাধ্যমিকের ফলে দেখা যাচ্ছে এবার এসএসসিতে রেকর্ড সংখ্যক পঁচিশ হাজার সাত শ' বত্রিশ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। অর্থাৎ এরা সবাই গড়ে প্রতিবিষয়ে আশি নম্বরের ওপরে নম্বর পেয়েছে। সংখ্যায় গতবারের চেয়ে এক হাজার তিন শ' ৪৮ শিক্ষার্থী বেশি জিপিএ-৫ পেয়েছে। গতবার চব্বিশ হাজার তিন শ' চুরাশি শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছিল। এর আগের বছর পেয়েছিল ১৫ হাজার ৬শ' ৩১ ছাত্রছাত্রী। অর্থাৎ মেধাবীর সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। পাসের হারের দিক দিয়ে ৫৭ দশমিক ৩৭ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। এই হার গতবারের তুলনায় দুই ভাগ কম মনে হলেও গতবারের হিসেবটি ছিল ভিন্ন। গতবার পাসের হার বাড়ানোর জন্য পরীক্ষকদের নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার জন্য মৌখিক নির্দেশও দেয়ার অভিযোগ আছে। তাই এই পাসের হিসেবটি বাদ দিলে অন্যান্য

বিদেশেও সমভাবে মূল্যায়ন হচ্ছে॥ শিক্ষাবিদদের অভিমত

বছরের তুলনায় এবার রেজাল্ট ভাল হয়েছে। বরং এবার জিপিএ-৫ এত বেশি পেয়েছে যে ভাল কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে না জিপিএ-৫ পাওয়া বেশিরভাগ মেধাবী শিক্ষার্থী। অবশ্য গোল্ডেন আন অফিসিয়াল জিপিএ। জিপিএ পাওয়া ছাত্রদের খুব একটা সমস্যা হবে না। কারণ সব বোর্ডের এই সংখ্যাটি কম।

শিক্ষাবিদদের মতে, গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হওয়ার পর শিক্ষার গুণগত মান যে বৃদ্ধি হচ্ছে তা রেজাল্ট দেখলেই বোঝা যায়। ২০০১ সালে প্রথম গ্রেডিং সিস্টেম চালুর পর শতকরা ৩৫ দশমিক ২২ ভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছিল। এখন সেই সংখ্যা ষাটের কাছাকাছি চলে এসেছে। তাছাড়া শুরুর বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৭৬ জন, সেখানে এবার পঁচিশ হাজার সাত শ' বত্রিশে দাঁড়াল। অবশ্য মূল বিষয়ের সঙ্গে ঐচ্ছিক বিষয় যোগ হওয়ার বিষয়টিও জিপিএ-৫ বেশি পাওয়ার অন্যতম কারণ

শিক্ষকদের সঙ্গে কথা হলে তাঁরা বলেন, গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর পর স্কুলগুলোতে পড়াশোনার মান দিন দিন বাড়ছে। আগে ইংরেজী ও অঙ্কে প্রচুর ছাত্র ফেল করত। কিন্তু এখন সামগ্রিকভাবে অঙ্ক ও ইংরেজীতে ছাত্ররা ভাল করতে শুরু করেছে। তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে পরীক্ষার ফলে।